সংবাদ

20 FEB 2017
১৫ ৭

উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

উপবৃত্তির টাকা পাঠানো হবে মোবাইল ফোনে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেয়া উপবৃত্তি বিতরণের প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আগামী মার্চ মাস থেকে উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মায়ের নামে পাঠানো হবে। এতদিন উপবৃত্তির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হতো। ব্যাংকের কর্মকর্তা সুবিধামতো সময়ে স্কুলে গিয়ে বৃত্তির টাকা বিতরণ করতেন। এজন্য শিক্ষার্থীর মাকে নির্দিষ্ট দিনে অন্য কাজ ফেলে স্কুলে গিয়ে বৃত্তির টাকা গ্রহণ করতে হতো।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মায়ের কাছে পৌঁছানোর কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও করফারেন্সে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, দিনাজপুরের পার্বতীপর ও রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ফোনে পাঠানোর প্রক্রিয়া উদ্বোধন করার মধ্য দিয়ে সারাদেশে এ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আকরাম আল হোসেন সংবাদকে বলেন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেয় উপবৃত্তির টাকা পাঠানো সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এর মধ্য দিয়ে দেশে যে ডিজিটাল প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটছে তার আরও বিস্তার ঘটছে। এটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়ার অংশ। তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন সময় উপবৃত্তির টাকা বিতরণে কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাই। মোবাইল ফোনে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হলে এক্ষেত্রে সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর হবে। কখনো কখনো এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর নামে উপবৃত্তি তোলা এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবক সন্তানের উপবৃত্তির টাকা নিজেই খরচ করে ফেলার অভিযোগও কমবেশি ছিল। মোবাইল ফোনে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হলে এসব অনিয়ম থেকে সংশ্লিষ্ট সবাই রক্ষা পাবেন। আকরাম আল হোসেন জানান, সারাদেশে ৬৩ হাজার ৬শ একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। এবার মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থীর মায়ের নামে টাকা পাঠানোর জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মায়ের নামে একটি কওে মোবাইল সিম দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯০ লাখ মাকে সিম দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে এতদিন কিছু ভুয়া নামেও উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। মোবাইলের সিম দেয়া জন্য রেজিস্ট্রেশন করার কারনে ভুয়া কোন নাম আসবে না। এতে অনেক টাকা সাশ্রয় হবে।